এমপি তাজ উদ্দিন খানের বেতন ও ঈদ বোনাস বন্ধ করলো মাদ্রাসা

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খানের বেতন ও ঈদ উল আযহার উৎসব ভাতা বন্ধ করেছে মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার গভর্ণিং কমিটি।

মাদ্রাসা গভর্ণিং কমিটির সভাপতি ও অধ্যক্ষ পৃথকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খান মানিক নগর ডিএস ‘আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর ১৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন। কিন্তু সংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকেও এপ্রিল মাস পযর্যন্ত বেতন, ঈদ উল ফিতরের উৎসব ভাতা ও বৈশাখি ভাতা গ্রহণ করেছেন।

এ নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনে “এমপি হয়েও মাদ্রাসার বেতন-ভাতা নিচ্ছেন তাজ উদ্দিন খান” শিরোনামে প্রধান সংবাদ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি মেহেরপুরসহ সারাদেশে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। এদিকে সংবাদ প্রকাশ ও বিষয়টি আলোচনায় আসায় নড়েচড়ে বসে গভর্ণিং বডি। অবশেষে মাদ্রাসার গভর্ণিং বডি এমপির মে মাসের বেতন ও ঈদ উল আযহার উৎসব ভাতা বন্ধ করেছেন। এবং এখন থেকে আর কোন বেতন পাবেন না বলে জানানো হয়েছে।

মাদ্রাসা থেকে বেতন ও ঈদ বোনাস বন্ধ করায় শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এ প্রতিবেদকের কাছে।

এ বিষয়ে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, মাদ্রাসার গভর্ণিং বডি সহকারী মৌলভী ও সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খানের ঈদ উল আযহার উৎসব ভাতা ও মে মাসের বেতন বাদে বাকি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন অনুমোদন করেছেন। এর আগে তাজ উদ্দিন খান অসাধারণ ছুটির (অবৈতনিক) জন্য গভর্ণিং বডির কাছে আবেদন করেছেন। বিষয়টি গভর্ণিং

বডির সভায় উপস্থাপন করা হলে সভাপতি এখনো ছুটির অনুমোদন দেননি। পরবর্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে জনিয়েছেন।

মাদ্রাসার গভর্ণিং বডির সভাপতি আহমেদ আলী বলেন, একজন শিক্ষক দিনের পর দিন মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকবেন , আর আমরা তার বেতন দেব তা হতে পারে না। এমপি তাজ উদ্দিন খান এমপি হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত। এমপিও বিধিমালা অনুযায়ী তার বেতন ও ভাতা বন্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনি আবার অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে বিধি কি বলে আমি অধ্যক্ষকে বলেছি মহাপরিচালক বরারর চিঠি লিখতে। অধিদপ্তর থেকে কি নির্দেশনা দেয় সে অনযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভাপতি আরও বলেন, তাঁকে যদি ৫ বছরের জন্য ছুটি দেওয়া হয় তাহলে মাদ্রাসায় এই সময়ে শিক্ষক ঘাটতি থাকবে। একজন প্যারা শিক্ষক নিয়ে আমরা চালাবো সে অর্থনৈতিক অবস্থা মাদ্রাসার নেই। সে হিসেবে পরবর্তি মিটিংয়ের আগে অধিপ্তরের নির্দেশনা জানার চেষ্টার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গত ১১ মে যে সংবাদ প্রকাশ করেছিলো মেহেরপুর প্রতিদিন। পাঠকদের উদ্দেশ্যে সংবাদটি পুনরায় তুলে ধরা হলো।
‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত, বেতন শিটে স্বাক্ষর অন্য কেউ’
“ এমপি হয়েও মাদ্রাসা থেকেও বেতন-ভাতা নিচ্ছেন তাজ উদ্দিন খান”

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান। তিনি মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমিরের দায়িত্বও পালন করছেন। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও তিনি এখনো খাতা-কলমে কর্মরত রয়েছেন মুজিবগরের মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী পদে। সংসদ সদস্য হওয়ার পরে মাদ্রাসা থেকেও নিচ্ছেন বেতন-ভাতা। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর মাদ্রাসা থেকে অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি ছুটি নেননি, এমনকি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থেকেও মাসের পর মাস বেতন ও ভাতা নিচ্ছেন।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সহকারী মৌলভী বর্তমান সংসদ সদস্য তাজ উদ্দিন খান মানিক নগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের আংশিক বেতন, মার্চ

ও এপ্রিল মাসের পুরো বেতন নিয়েছেন। এর সাথে পেয়েছেন মার্চ মাসে ঈদুল ফিতরের বোনাস এবং এপ্রিলে পেয়েছেন বৈশাখি ভাতা।

মাদ্রাসার হাজিরা খাতা দেখে জানা গেছে, তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসায় অনুপস্থিত রয়েছেন। বেতন শিটে প্রত্যেক শিক্ষক ও কর্মচারীর স্বাক্ষর করতে হলেও তাঁর স্বাক্ষর তাঁর অনুপস্থিতেই কেউ করে দিচ্ছেন। এ নিয়ে মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিও।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা (২০২৫) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিধি অনুযায়ী, কোনো শিক্ষক বা কর্মচারী যদি অন্য কোনো লাভজনক পদে বা পূর্ণকালীন চাকরিতে নিয়োজিত হন, তবে তার এমপিও সুবিধা স্থগিত বা বাতিল হয়ে যায়।

সংসদ সদস্য পদটি একটি পূর্ণকালীন ও লাভজনক পদ হিসেবে গণ্য হয়। তাই নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষকতা পেশায় সক্রিয় থেকে বেতন নেওয়া আইনত জটিল।

একই নীতিমালার ৪.২৪(২) ধারায় বলা হয়েছে, কোন শিক্ষক ৬০ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে তার এমপিও স্থগিত অথবা বাতিল হয়ে যাবে।

নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো শিক্ষক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, তবে তাকে সাধারণত তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিতে হয়। এই সময়ে তিনি শিক্ষক হিসেবে কোনো বেতন-ভাতা পাবেন না, তবে তার চাকরির সিনিয়রিটি বা পদ বহাল থাকতে পারে।

জানা গেছে, নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে তাজ উদ্দিন খান রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট বেতন, নির্বাচনি এলাকা ভাতা, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা ভাতা এবং অন্যান্য সংসদীয় সুযোগ-সুবিধা পাবেন। এই সুবিধাগুলো শিক্ষক হিসেবে প্রাপ্য ভাতার চেয়ে অনেক বেশি বা লাভজনক।

মাদ্রাসার শিক্ষকরা জানান, ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর থেকে তাজ উদ্দিন খান ঠিকমত মাদ্রাসায় হাজিরা দেন না। মাঝে মধ্যে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে যেতেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুরু হলে তিনি তখন একজন প্যারা শিক্ষক নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি ছুটি না নিয়ে বেতন

তুলছেন। চলতি মে মাস থেকে সেই প্যারা শিক্ষকও আর আসেন না। ফলে তাঁর ক্লাসগুলো অন্যান্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত নিতে হচ্ছে। তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ায় কেউ তাকে নিয়ে কথা বলতে পারেননা। কিন্তু মাদ্রাসা কতৃপক্ষ তাকে বেতন-ভাতা দিয়ে যাচ্ছে।
এ বিষয়ে মাদ্রসার অধ্যক্ষ আসাদুল্লাহ আল গালিব বলেন, ‘এ মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খান এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর তাকে কয়েকবার বলেছি ছুটি নিতে অথবা শিক্ষা অধিপ্তর থেকে তার পক্ষে কোন নির্দেশনা নিয়ে আসতে। তারপরও তিনি ছুটি নেননি।

তিনি না আসলেও তার বেতন -ভাতা দিতে হচ্ছে।’ তাজ উদ্দিন খানের পরবর্তিতে যদি অন্য কোন শিক্ষক এমন করতেন তবে কি করতেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এর বেশি কিছু বলতে পারবো না।’

মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আহমদ আলী বলেন, ‘এমপি তাজউদ্দিন খানের বিষয়েআমি গত মিটিংয়ে প্রিন্সিপালকে বলেছি, একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকবে আর আমি বেতন শিটে সই করবো তা হবে না। সরকারি টাকা এভাবে নষ্ট করলে কৈফিয়ত দেবে কে?’ আমি এপ্রিল মাসেও সই করেছি কিন্তু মে মাসের বেতনে সই করবো না বলে জানিয়ে দিয়েছি।’

এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ বলেন, এমপিও ভুক্ত কোন শিক্ষক সরকারের দুই কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা উত্তোলণ করতে পারবেন না। মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, আমি অধ্যক্ষ মহোদয়কে বলেছি আপনি এ বিষয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের মহাপরিচালক, এমনকি শিক্ষা সচিব মহোদয়ের কাছে থেকে মতামত নিয়ে তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন।’

তবে এ বিষয়ে মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী তাজ উদ্দিন খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন,‘ নির্বাচনের পরপরই রোযার ছুটিতে মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেলো, তারপরপরই আবার সংসদ অধিবেশন শুরু হয়ে গেলো যে কারণে মাদ্রাসা কমিটির সাথে আমার বসার সুযোগ হয়নি। আমি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বলেছি আমার বেতন চালু থাক। আমি বেতন তুলে রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা দিয়ে দেব যার স্লিপ মাদ্রাসায় থাকবে। তিনি আরো বলেন, বেতন বন্ধ হয়ে গেলে পুনরায় বেতন চালু করা কষ্ট হয়ে যায়, এ জন্য একথা বলেছি। গত তিন মাসের বেতনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অধিদপ্তর যদি বলে উত্তোলণকৃত টাকা জমা দিতে হবে আমি জমা

দিয়ে দেব। এবং যদি অবৈতনিক ছুটি নেওয়ার বিধান থাকে তবে অধিদপ্তরের সাথে আলাপ করে প্রয়োজনে ছুটি নেব।’

উল্লেখ্য, মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ বাজারে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা । প্রতিষ্ঠানটিতে ২৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩০ জন। ২০২৫ সালের দাখিল পরীক্ষায় ২৭ জন অংশ নিয়ে পাশ করেছেন ১৩ জন, কেউ জিপিএ ৫ পায়নি।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদান কার্যক্রম জোরদারকরণ ও করণীয় বিষয়ক সেমিনার

ঝিনাইদহের ১৮৬ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ৯ মাস ধরে কোন ওষুধ নেই। ওষুধ না থাকার কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডাররা বেতন পান না ৬ মাস যাবৎ। মৃত্যুর পর ১১৬ জন প্রোভাইডার অবসর সুবিধাও পাননি। ইনক্রিমেন্ট নেই। ক্লিনিকে যন্ত্রপাতি নেই। প্রোভাইডার ছাড়া ক্লিনিকে আর কোন কর্মচারী নিয়োগ নেই।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবাদান কার্যক্রম জোরদারকরণ ও করণীয় বিষয়ক এক সেমিনারে কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডাররা তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরে এসব কথা বলেন। আজ শুক্রবার বিকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখতারুজ্জামান সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপ সচিব মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সিভিল সার্জন ডাঃ কামরুজ্জামান, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

মঞ্জুরুল কাদের, ঝিনাইদহ পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক মোজাম্মেল করিম, সদর উপজেলা নিবার্হী অফিসার রিজিয়া আক্তার চৌধুরী, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মিথিলা ইসলাম, তরুণ কুমার দাস, প্রকৌশলী শামীম হোসেন, মানবাধিকার কর্মী অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান টুকু, দৈনিক যুগান্তর প্রতিনিধি মিজানুর, কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডার পারভীন সুলতানা, মাজেদুল ইসলাম, খলিলুর রহমান ও তানিয়া আক্তার,খাইরুল আলম, সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আখতারুজ্জামান বলেন, কমিউনিটি ক্লিনিকের বিদ্যমান সমস্যা নিরসন করে যুগপোযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হবে। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য কমিউনিটি হেলথ প্রোভাইডারদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, গ্রামাঞ্চলের মানুষ যাতে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, গর্ভবতী ও প্রসুতির স্বাস্থ্যসেবা, নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি ও ইপিআই সেবা পান সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল বলেন কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে যে সকল সমস্যা রয়েছে সেগুলো জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা সম্ভব। কারণ স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া মানুষের জন্মগত অধিকার। তিনি সকলকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান।

কলা বিক্রির টাকায় অক্সিজেন, অনুদানের টাকায় হয় বেতন

নানামুখী সমস্যা নিয়েও শিশুদের সেবা দিয়ে চলেছে ঝিনাইদহের ২৫ শয্যার সরকারি শিশু হাসপাতালটি। অর্থের অভাবে হাসপাতাল চত্বরে আবাদ করা কলা বিক্রির টাকা ও অনুদানে চলে চিকিৎসাসেবা। সরকারি উল্লেখযোগ্য কোনো বরাদ্দ না থাকায় চিকিৎসা সেবায় প্রয়োজনীয় যেকোনো জিনিসও কিনতে হয় অনুদানের টাকায়।

সরকারি এ শিশু হাসপাতালটিতে প্রতিদিন গড়ে ৬০ জনের বেশি রোগী চিকিৎসা নিয়ে থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসকের পদ আছে ৫টি। আছেন ৩ জন। ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, রেডিওগ্রাফি, প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ও স্টোরকিপারের পদও খালি। এছাড়া ২১ জন নার্স পদের বিপরীতে আছেন ১৭ জন। তবে এমএলএসএস, ওয়ার্ড বয়, আয়া, মালি, নিরাপত্তাপ্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কোনো পদই নেই। তারপরও এসব পদে যে ক’জন আছেন তাদের বেতন হয় অনুদানের টাকায়।

কিছু ব্যবসায়ী, কয়েকজন চিকিৎসক এবং ডা. আলী হাসান ফরিদের একাধিক বন্ধুর সহায়তায় শয্যা, যন্ত্রপাতি ও জনবল দিয়ে চলছে হাসপাতালটি। ঝিনাইদহের জাহেদি ফাউন্ডেশন নিয়মিত সহায়তা করে। এছাড়া ১৫ জন হৃদয়বান ব্যক্তি কিছু সহায়তা দেন। এরপরও হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের অক্সিজেন ও ওষুধের যে চাহিদা তার অর্ধেকও বরাদ্দ নেই সরকারের।

২০০৫ সালের ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা শহরের টার্মিনাল এলাকায় ২৫ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি এ শিশু হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে বছরের পর বছর বন্ধ থাকে হাসপাতালটি। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি থেকে হাসপাতালটি তার সেবা কার্যক্রম শুরু করে। হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উদ্বোধনের পর হাসপাতালে কোনো সরঞ্জাম না থাকায় কনসালট্যান্ট আলী হাসান ফরিদ তার বাসা থেকে ব্যক্তিগত কম্পিউটার নিয়ে আসেন। ওই কম্পিউটার হাসপাতালের কাজে ব্যবহার করেন এবং শিশুদের চিকিৎসা ও মায়েদের পরামর্শ দেন। এভাবে আস্তে আস্তে হাসপাতালটি আশপাশের এলাকার মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করেছে। মানুষ এখন এ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবায় আস্থাও রাখেন। কিন্তু সিভিল সার্জনের কার্যালয় বা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হাসপাতালটির ওপর কোনো নজর নেই। যে কারণে হাসপাতালের কর্মকর্তারা বারবার অনুরোধ করেও জনবল, যন্ত্রপাতি ও অর্থসহায়তা পান না।

সরেজমিন শিশু হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেছে, প্রথমে বড় একটি প্রবেশ গেট। ভেতরে প্রবেশ করলে চারপাশে নানা ধরনের ফুলের বাগান। এর সামনে লাল ইটের দোতলা ভবন। হাসপাতাল চত্বরটি খুবই পরিপাটি করে সাজানো। ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা গেলো, পর্যাপ্ত শয্যা আছে। শয্যাগুলোর গায়ে লেখা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম সেগুলো যারা দান করেছেন।

ঝিনাইদহ সদরের নতুনবাড়ি এলাকা থেকে আসা হীরা খাতুন বলেন, এ হাসপাতালে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায়। আমার বড় ছেলে এখান থেকে সুস্থ হয়েছে। এখন ছোট ছেলে অসুস্থ, তাই এখানে এসেছি। ডাক্তার কিছু পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখানে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাইরে থেকে পরীক্ষা করে ডাক্তারকে দেখাতে দুই দিন দেরি হয়ে গেলো।
কালীগঞ্জ উপজেলা থেকে আসা নাসিমা বেগম বলেন, আমার ১৬ মাসের সন্তানের শ্বাসকষ্ট হলে প্রথম উপজেলা হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়। এখানে এসে সন্তান অনেকটা ভালো আছে। হাসপাতালটি খুবই সুন্দর, সেবার মানও ভালো।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন পর চালু হলেও নানা সংকট রয়েছে হাসপাতালটিতে। নেই পরীক্ষা- নীরিক্ষার জন্য কোনো ল্যাব। যে কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরও বাড়তি টাকা খরচ করে বাইরে থেকে পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়তি টাকা খরচ হচ্ছে। তাই দ্রুত হাসপাতালটিতে পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য ল্যাব চালু করার দাবি রোগীর স্বজনদের।

কনসালট্যান্ট আলী হাসান ফরিদ বলেন, হাসপাতালে নানা সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা নিতে আসা শিশুদের জন্য বছরজুড়ে কৃত্রিম অক্সিজেনের দরকার হয়। এতে বছরে প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার অক্সিজেন লাগে। সরকারের কাছ থেকে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা পাওয়া যায়। হাসপাতালে পড়ে থাকা তিন বিঘার মতো জমিতে কলা চাষ করা হয়। কলা বিক্রি করে গত বছর আশি হাজার টাকার অক্সিজেন কেনা হয়েছে। এবছরও তাই করতে হবে। এছাড়া হাসপাতালে রাতের নিরাপত্তার জন্য লাইট ও অন্যান্য জিনিসপত্র কলা বিক্রির টাকা দিয়েই কিনতে হয়। এছাড়া ওষুধ, অক্সিজেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হয় মানুষের অনুদানের টাকায়। জনবল ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য সিভিল সার্জন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখায় অনেকবার আবেদন জানিয়েছি, কিন্তু কাজ হয়নি।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা. হাদী জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, হাসপাতালটিতে সাধারণত রোগী থাকে ৬০ থেকে ৭০ জন। আর ছোট বাচ্চাগুলোর সবারই অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। আমাদের শিশু হাসপাতালে সরকার থেকে যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় তা যথার্থ না। ২৫ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে জনবলের যে সংকট সে বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতি মাসেই আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। বড় কোনো

নিয়োগ না হলে হয়ত ডাক্তারের সংকট সমাধান করা যাবে না। হাসপাতালটিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার সংকট ও সরঞ্জামাদি সংকটের সমাধান করার দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।